তথ্যবিবরণী                                                                         নম্বর : ১৬৮০

**শিক্ষামন্ত্রীর মাতা রহিমা ওয়াদুদের মৃত্যুতে মন্ত্রিপরিষদ সদস্যবৃন্দের শোক**

ঢাকা, ২৩ বৈশাখ (৬ মে) :

 ভাষাসংগ্রামী মরহুম এম এ ওয়াদুদের সহধর্মিণী এবং শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনির মাতা রহিমা ওয়াদুদের মৃত্যুতে মন্ত্রিপরিষদের সদস্যবর্গ গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন।

 শোক প্রকাশ করেছেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদ; শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন; বস্ত্র ও পাট মন্ত্রী গোলাম দস্তগীর গাজী; সমাজকল্যাণ মন্ত্রী নুরুজ্জামান আহমেদ; মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী শ ম রেজাউল করিম; পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী মোঃ শাহাব উদ্দিন; পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ কমিটির আহ্বায়ক আবুল হাসানাত আবদু্ল্লাহ, সমাজকল্যাণ প্রতিমন্ত্রী মোঃ আশরাফ আলী খান খসরু এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী মোঃ জাকির হোসেন।

আজ পৃথক শোকবার্তায় তাঁরা মরহুমার বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করেন এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

#

আকরাম/পাশা/সঞ্জীব/সেলিম/২০২৩/২২৪৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                         নম্বর : ১৬৭৯

**বিশ্বে প্রশংসিত শেখ হাসিনার নেতৃত্ব**

 **-- সমাজকল্যাণ মন্ত্রী**

ঢাকা, ২৩ বৈশাখ (৬ মে) :

সমাজকল্যাণ মন্ত্রী নুরুজ্জামান আহমেদ বলেছেন, বৈশ্বিক অর্থনীতির বিরূপ পরিস্থিতিতেও দেশ এগিয়ে চলছে। শেখ হাসিনার নেতৃত্ব বিশ্বে প্রশংসিত হচ্ছে।

মন্ত্রী আজ রাজধানীর গভ. গ্রাফিক আর্টস ইনস্টিটিউটে ঢাকা বিভাগের সরকারি শিশু পরিবারের নিবাসীদের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার সমাপনী ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য প্রদানকালে এসব কথা বলেন।

ঢাকা বিভাগীয় কমিশনার মোঃ সাবিরুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সমাজকল্যাণ সচিব মোঃ জাহাঙ্গীর আলম ও সমাজসেবা অধিদফতরের মহাপরিচালক ড. আবু সালেহ মোস্তফা কামাল।

মন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাম্প্রতিক জাপান, যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্য সফরে বিশ্ব নেতারা তাঁর নেতৃত্বের ভূয়সী প্রশংসা করেন। বাংলাদেশের অগ্রগতি ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে বিষ্ময় প্রকাশ করেন। প্রধানমন্ত্রীর সফলতা আজ দেশের গন্ডি থেকে বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়েছে। আগামীর নির্বাচনে শেখ হাসিনা আবারও নিরঙ্কুশ বিজয় নিয়ে ক্ষমতায় আসবেন।

মন্ত্রী বলেন, সরকারি শিশু পরিবারের শিশুরা সুন্দর পরিবেশে বেড়ে উঠছে। তাদের পরিপূর্ণ বিকাশে পড়াশোনার পাশাপাশি ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক চর্চা বাড়াতে হবে।

পরে মন্ত্রী বিভিন্ন ইভেন্টে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন।

#

জাকির/পাশা/আরমান/সঞ্জীব/সেলিম/২০২৩/২০২০ ঘন্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৬৭৭

**শিক্ষামন্ত্রীর মায়ের মৃত্যুতে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রীর শোক**

চট্টগ্রাম, ২৩ বৈশাখ (৬ মে) :

শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনির মাতা রহিমা ওয়াদুদের মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদ।

আজ ভাষাসংগ্রামী মরহুম এম এ ওয়াদুদের সহধর্মিণী রহিমা ওয়াদুদের (৯৮) বার্ধক্যজনিত কারণে ইন্তেকালের সংবাদে শোকাহত তথ্যমন্ত্রী প্রয়াতের আত্মার শান্তি কামনা করেন এবং পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

মন্ত্রী হাছান মাহ্‌মুদ তাঁর শোকবার্তায় বলেন, দেশের অন্যতম ভাষাসংগ্রামীর সহধর্মিণী এবং সুযোগ্য কন্যা ও পুত্রের মাতা হিসেবে মরহুমা রহিমা ওয়াদুদের জীবন থেকে অনেক শেখার আছে। আমি প্রয়াতের স্বজনদের এই শোক বইবার শক্তি কামনা করি।

#

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৬৭৮

**প্রিয় শিক্ষক মোহাম্মদ ইসহাকের মৃত্যুতে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রীর শোক**

চট্টগ্রাম, ২৩ বৈশাখ (৬ মে) :

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদ তার শৈশবের স্মৃতি জড়ানো বিদ্যাপীঠ চট্টগ্রামের সরকারি মুসলিম হাইস্কুলের ইংরেজির শিক্ষক মোহাম্মদ ইসহাকের (৮৪) মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন।

আজ চট্টগ্রামের একটি হাসপাতালে বার্ধক্যজনিত কারণে চিকিৎসাধীন এই প্রবীণ শিক্ষকের ইন্তেকালের সংবাদে চট্টগ্রাম সফররত শোকাহত মন্ত্রী তার প্রিয় শিক্ষকের বাসভবনে ছুটে যান। প্রয়াত শিক্ষক ইসহাকের মরদেহে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করে মন্ত্রী তার আত্মার শান্তি কামনা করেন ও পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

ড. হাছান তার শোকবার্তায় বলেন, ১৯৬৫ থেকে ১৯৯৪ সাল পর্যন্ত মুসলিম হাইস্কুলে শিক্ষকতাকারী মোহাম্মদ ইসহাক ছিলেন শিক্ষিত, প্রজ্ঞাবান, নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষক। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজিতে মাস্টার্সের পর আবার লেবাননের বৈরুতে আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি থেকে ইংরেজিতে এমএ ডিগ্রি অর্জনের পর শিক্ষকতায় আসা এই মানুষটি চাইলে তৎকালীন সিভিল সার্ভিসের একজন সেরা অফিসার হতে পারতেন। কিন্তু শিক্ষকতার মাধ্যমে দেশ ও জাতির সেবাকেই জীবনের ব্রত হিসেবে নিয়েছিলেন তিনি। আদর্শ শিক্ষকের অনন্য উদাহরণ হিসেবে তিনি স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

১৯৭৮ সালে এসএসসি’র পর স্কুলজীবন শেষে বহু বছর পেরিয়ে গেলেও এবং রাষ্ট্র ও রাজনীতির শত ব্যস্ততার মধ্যেও তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী হাছান মাহমুদ মাঝে মধ্যে তার প্রিয় শিক্ষক মোহাম্মদ ইসহাককে দেখতে গেছেন, তার পা ছুঁয়ে সালাম করেছেন, স্মৃতিচারণ করেছেন। ছাত্রের আচরণে আনন্দ আর গৌরবের অশ্রুতে শিক্ষক ইসহাকের দু'চোখ বারবার ভিজে উঠেছে।

১৯৩৯ সালের ১৭ জুন নোয়াখালীর রামগঞ্জে পিতা আহমদ রাজা ও মাতা মনজুরেন্নেছার কোলে জন্মগ্রহণকারী মোহাম্মদ ইসহাক তাঁর তিন দশকের শিক্ষকতা জীবনে চট্টগ্রামের সরকারি  মুসলিম হাইস্কুলে ইংরেজির প্রবাদপ্রতিম শিক্ষক, প্রধান শিক্ষক ও জেলা শিক্ষা অফিসার হিসেবে দায়িত্ব পালন করে বরণীয় হয়ে রয়েছেন।

#

আকরাম/পাশা/আরমান/সঞ্জীব/সেলিম/২০২৩/১৯২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৬৭৬

**বাংলাদেশ নিয়ে বিশ্বের প্রশংসায় বিএনপি নেতাদের মাথা খারাপ**

 **-- তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী**

চট্টগ্রাম, ২৩ বৈশাখ (৬ মে) :

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কারণেই আজকে সমগ্র বাংলাদেশ বদলে গেছে, সেই কারণে সমগ্র পৃথিবী আজকে শেখ হাসিনা ও বাংলাদেশের প্রশংসা করছে। শুধু প্রশংসা করতে পারে না বিএনপি। বাংলাদেশ নিয়ে সমগ্র বিশ্বের প্রশংসা শুনে বিএনপি নেতাদের মাথা খারাপ হয়ে গেছে। তারা এখন আবোল-তাবোল বকছে।

আজ চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়া উপজেলার শিলক ইউনিয়নের নবনির্মিত তেলিপাড়া সেতুসংলগ্ন চত্বরে বিভিন্ন দপ্তরের অর্থায়নে চার ইউনিয়নে প্রায় ২৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে বাস্তবায়িত শতাধিক প্রকল্পের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, ‘বিএনপি নেতাদের একটু মানসিক চিকিৎসা করা প্রয়োজন। সম্ভবত গরমের কারণে তাদের মাথা একটু খারাপ হয়ে গেছে। কারণ কিছু কিছু মানুষ আছে বেশি গরম পড়লে মাথা ঠিক রাখতে পারে না। তাদেরও এটা হয়েছে কি না সেটিই আমার প্রশ্ন? আবার কিছু মানুষ আছে শীতকাল আসলে মাথা ঠিক থাকে না। তাদের কিন্তু দুই মৌসুমেই মাথা ঠিক থাকে না।’

মন্ত্রী আরো বলেন, ‘বিএনপির নেতা মির্জা ফখরুল, গয়েশ্বর বাবু, খন্দকার মোশাররফ, রিজভী আহমেদ ও আমির খসরু সাহেব দেখি আমাদের সমালোচনা করে। আমি তাদের বলবো, আপনারা মাথা খারাপ না করে ঠান্ডা রাখুন। আপনারাও স্বীকার করুন, আজকের দেশ জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বদলে গেছে।’

আওয়ামী লীগের যুগ্ন সাধারণ সম্পাদক হাছান মাহমুদ এলাকার জনতার উদ্দেশ্যে বলেন, ‘যারা শুধু ভোট আসলে বড় বড় কথা বলে, তাদের জিজ্ঞেস করবেন আমরা যে চকচকে রাস্তা করেছি, তার গর্তগুলো তারা ভরাট করতে পারবে কি না। আমরা কাজ করি আর তারা শুধু ভুল খোঁজে। বিএনপি মূলত ‘ভুল ধরা পার্টি’।’

এ সময় দলের কর্মীদের প্রতি হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে হাছান মাহমুদ বলেন, 'দলের নাম বিক্রি করে কেউ অপকর্মে লিপ্ত হলে তাদের কোনো জায়গা আমাদের দলে নেই। তাদের ব্যাপারে কঠোর সিদ্ধান্ত নেয়া হবে। সরফভাটা ইউনিয়নের পাহাড়ি এলাকায় কিছু সন্ত্রাসীর অবস্থান এবং নানা অপরাধ কর্মকাণ্ড ঘটছে। সেখানে পুলিশ বিট দেয়া হয়েছে। খুব সহসাই তাদের সন্ত্রাসী কার্যক্রম সমূলে দমন করা হবে।'

   আজ সড়ক ও জনপথ বিভাগ, এলজিইডি, পানি উন্নয়ন বোর্ড, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর এবং জেলা পরিষদসহ সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের প্রায় ২৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে বাস্তবায়িত প্রকল্প উদ্বোধন উপলক্ষ্যে রাঙ্গুনিয়া উপজেলার সরফভাটা, শিলক ও পদুয়া ইউনিয়নে পৃথক তিনটি পথসভায় যোগ দেন স্থানীয় চট্টগ্রাম ৭ আসনের সংসদ সদস্য হাছান মাহমুদ।

পরে ৩ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত সুখবিলাস উচ্চ বিদ্যালয়ের একাডেমিক ভবন উদ্বোধন করেন তথ্যমন্ত্রী। বিদ্যালয়ের সভাপতি খালেদ মাহমুদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান স্বজন কুমার তালুকদার, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আতাউল গণি ওসমানি, উপজেলা আওয়ামী লীগের সদস্য এরশাদ মাহমুদ প্রমুখ।

#

আকরাম/পাশা/আরমান/শামীম/২০২৩/১৯১০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৬৭৫

**‍‍‍ শেখ হাসিনার সরকার দেশের জনগণের ভাগ্য উন্নয়নে কাজ করছে**

 **---সমাজকল্যাণ প্রতিমন্ত্রী**

নেত্রকোনা, ২৩ বৈশাখ (৬ মে) :

সমাজকল্যাণ প্রতিমন্ত্রী মোঃ আশরাফ আলী খান খসরু বলেছেন, ৭৫ পরবর্তী সরকারগুলো নিজেদের ভাগ্য উন্নয়নে কাজ করেছে, আর শেখ হাসিনার সরকার দেশের জনগণের ভাগ্য উন্নয়নে কাজ করছে।

প্রতিমন্ত্রী আজ নেত্রকোনায় জেলার পাবলিক হল মিলনায়তনে নেত্রকোনা জেলা সিএনজি চালক শ্রমিক ইউনিয়নের এক সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এ কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, আওয়ামী লীগ তথা বঙ্গবন্ধুরকন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ক্ষমতায় থাকলে দেশ উন্নয়নের মহাসড়কে থাকবে। পথ হারাবে না বাংলাদেশ। শেখ হাসিনার দূরদর্শী ও বলিষ্ঠ ভূমিকার কারণেই দেশ আজ উন্নয়নের রোল মডেলে পরিণত হয়েছে। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ইতিমধ্যেই শ্রমিকদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করার জন্য যে নীতিমালা ও আইন করেছেন, সেটা অতীতের কোনো সরকারই করে নাই।

প্রতিমন্ত্রী আরো বলেন, একসময় শ্রমিক এক বেলা ভাতের জন্য সারা দিন পরিশ্রম করতেন। কিন্তু সেই চিত্র এখন আর নেই। দিন বদলে গেছে, বাংলাদেশে বদলে গেছে। এ দিনবদলের অন্যতম কারিগর হলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। মানুষের জীবনযাত্রার মান বাড়ার পাশাপাশি শ্রমিকদের মজুরিও বেড়েছে এবং তাদের জীবনমানের উন্নয়ন ঘটেছে।

জেলা আওয়ামী লীগের সাবেক শ্রম বিষয়ক সম্পাদক গাজী মোজাম্মেল হোসেন টুকুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে নেত্রকোনা জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান বীরমুক্তিযোদ্ধা অসিত সরকার সজল, সদর উপজেলা চেয়ারম্যান আলহাজ আতাউর রহমান মানিক, জেলা শ্রমিক লীগের সভাপতি আশরাফ আলী সরকার, পৌর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক টিটু দত্ত, জেলা বাস মালিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক আরিফ এবং জেলা সিএনজি চালক শ্রমিক ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ বক্তৃতা করেন।

#

এনায়েত/পাশা/আরমান/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২৩/১৮২৩ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৬৭৪

**‍‍‍ মানুষ যেন দ্রুত ন্যায়বিচার পায়**

 **---আইনমন্ত্রী**

ঢাকা, ২৩ বৈশাখ (৬ মে) :

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী আনিসুল হক বলেছেন, বিচার বিভাগকে সবধরণের সহযোগিতা দিতে সরকারের কোনো কার্পণ্য থাকবে না। বিচার বিভাগের কাছে একটি চাওয়া থাকবে, সেটি হচ্ছে বিচারপ্রার্থী সাধারণ মানুষ যেন দ্রুত ন্যায়বিচার পায় এবং তারা যেন মামলার দীর্ঘসূত্রতার অবস্থান থেকে পরিত্রাণ পায়।

মন্ত্রী ঢাকায় বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে সিনিয়র সহকারী জজ এবং সমপর্যায়ের বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাদের জন্য আয়োজিত ১৪৮তম রিফ্রেসার কোর্সের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

প্রশিক্ষণার্থী বিচারকদের জুডিসিয়াল ডিসিপ্লিন মেনে চলার পরামর্শ দিয়ে মন্ত্রী বলেন, সুপ্রতিষ্ঠিত জুডিসিয়াল ডিসিশনগুলো মেনে না চললে জুডিসিয়াল অ্যানার্কি তৈরি হতে পারে। নিশ্চয়ই আমরা কেউই এই অ্যানার্কি চাই না। তার কারণ সমাজ ও দেশের ওপর এর ইমপ্যাক্ট ভয়াবহ হবে। তিনি বলেন, দেশের দীর্ঘদিনের পূঞ্জীভূত মামলাজট কমানোর দায়িত্ব আমাদের কাঁধে নিতে হবে এবং এই দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে জনগণ যাতে তড়িৎ সুষ্ঠু বিচার পায় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। তিনি বলেন, অন্য যেকোনো সরকারের চেয়ে বিচার বিভাগের জন্য বাজেট বাড়ানো হয়েছে। বিচারকদের দেশে-বিদেশে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করা হয়েছে। এখন বিচারকদের দায়িত্ব মানুষ যেন দ্রুত বিচার পায়, সেটা নিশ্চিত করা।

মন্ত্রী প্রশিক্ষণার্থী বিচারকদের উদ্দেশ্যে আরো বলেন, সহকারী জজ থাকা অবস্থায় তারা সকলেই এই ইনস্টিটিউটে একটি মানসম্পন্ন বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স সম্পন্ন করে গেছেন। এরপর পদোন্নতি পেয়ে অতি স্বল্প সময়ের মধ্যে আবারও নতুন প্রশিক্ষণের সুযোগ পেয়েছেন। একটি সুদক্ষ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক দ্রুত মানসম্পন্ন সেবা প্রদানের জন্য এমনটিই হওয়া উচিত। কিন্তু অন্যান্য সরকারের আমলে বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণের কি অবস্থা ছিল, তার ইতিহাস অনেকেরই জানা। এক কথায় বলা যায়, বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাদের জন্য পৃথক কোন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটই ছিল না। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৯৯৬ সালে প্রথমবার সরকার গঠন করার পর প্রথম বিচারকদের জন্য এই প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করে দেন। তাঁর সরকারের সদিচ্ছার কারণেই দেশে আরও একটি বিশ্বমানের ন্যাশনাল জুডিসিয়াল একাডেমি প্রতিষ্ঠার কার্যক্রম চলছে। শুধু তাই নয়, দেশীয় প্রশিক্ষণ প্রদানের পাশাপাশি বিদেশি প্রশিক্ষণ প্রদান কার্যক্রমও চলমান থাকবে।

আইনমন্ত্রী একথাও স্মরণ করিয়ে দেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রধান লক্ষ্য ছিল এমন এক শোষণমুক্ত বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা- যেখানে সকল নাগরিকের জন্য আইনের শাসন, মৌলিক মানবাধিকার এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাম্য, স্বাধীনতা ও সুবিচার নিশ্চিত হবে। জাতির পিতা তাঁর এই লক্ষ্য বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে বিজয়ের মাত্র ১০ মাস ১৮ দিনের মাথায় সদ্য স্বাধীন বাঙালি জাতিকে যে অনন্য সংবিধান উপহার দেন, সেই সংবিধানের পরতে পরতে তাঁর দর্শনের প্রতিচ্ছবি পরিলক্ষিত হয়। এই সংবিধানের অনন্য বৈশিষ্ট্য হলো প্রজাতন্ত্রের সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান, সকলেই আইনের সমান আশ্রয়লাভের অধিকারী এবং ফৌজদারী অপরাধের দায়ে অভিযুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তি আইনের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত স্বাধীন ও নিরপেক্ষ আদালত বা ট্রাইব্যুনালে দ্রুত ও প্রকাশ্য বিচারলাভের অধিকারী। বঙ্গবন্ধুর এই স্বপ্ন বাস্তবায়ন করা রাষ্ট্রের সকল অঙ্গ-প্রতিষ্ঠানের সাংবিধানিক দায়িত্ব হলেও যুগ যুগ ধরে ন্যায়, সাম্য ও সুবিচার প্রতিষ্ঠার মতো সূক্ষ ও স্পর্শকাতর দায়িত্বগুলো সুচারুরূপে পালন করায় এদেশের জন-মানুষের হৃদয়ে ও মননে গভীর আস্থা ও নির্ভরশীলতার প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে দেশের বিচার বিভাগ।

আনিসুল হক মনে-প্রাণে বিশ্বাস করেন, দক্ষতার সাথে সুচারুরূপে দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে বিজ্ঞ বিচারকদের প্রশিক্ষণের কোনো বিকল্প নেই। সেকারণে দেশে ও বিদেশে বিভিন্ন ধরণের প্রশিক্ষণ কোর্স আয়োজন করা হচ্ছে।

বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক বিচারপতি নাজমুন আরা সুলতানার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আইন ও বিচার বিভাগের সচিব মোঃ গোলাম সাওয়ার ও ইনস্টিটিউটের পরিচালক (প্রশিক্ষণ) শেখ আশফাকুর রহমান বক্তৃতা করেন।

#

রেজাউল/পাশা/আরমান/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২৩/১৮০০ ঘণ্টা

Handout Number : 1673

**Bangladesh-EU a multidimensional strategic partnership: EU**

Dhaka, 6 May :

 On his last leg of an intense four day visit to Brussels, State Minister for Foreign Affairs Md. Shahriar Alam met European Trade Commissioner and Executive Vice-President of the European Parliament Valdis Dombrovskis at the European Commission headquarters in Brussels yesterday. Celebrating 50 years of Bangladesh-EU partnership, the EVP recognised Bangladesh-EU relations as a multi-dimensional strategic partnership, and reiterated EU’s political commitment in this regard.

 Commending Bangladesh as the biggest beneficiary of EU’s EBA scheme, the Trade Commissioner expressed EU’s support for a smooth graduation of Bangladesh out of LDC status and for Bangladesh to apply for GSP+ concessions. He highlighted EU-Bangladesh Business Climate Dialogue and EU-Bangladesh Chamber of Commerce as important platforms for European and Bangladeshi businesses to come together meaningfully. He appreciated Bangladesh’s adaptation of the National Action Plan on the Labour Sector.

 State Minister gratefully recognised the role of EU in the country’s development since independence. He apprised the EVP of steps being taken by the government to diversify the economy and prepare for graduation and the much bigger role of the EU envisaged in future. Bangladesh expressed hope for an early launching of the Partnership Cooperation Agreement which would be an important institutional and legal mechanism to concretise the elevated relations. The EU side was apprised of the people centric policies being adopted by the government, including creating and sustaining conducive working conditions in the manufacturing sector. Practicalities which limit ongoing efforts to implement the National Action Plan on the labour sector of Bangladesh were also conveyed.

 Earlier in the morning, State Minister Alam held an interactive conversation on Bangladesh’s foreign policy and geopolitical role in the Indo-Pacific region, EU-Bangladesh relations, impact of Russia’s ongoing war in Ukraine, global peace, Rohingya crisis, climate change and more at the event titled ‘EPC Talks Geopolitics’ at the European Policy Centre in Brussels. The audience, which included members of the diplomatic corps, academia and media, were enlightened by the Talk about Bangladesh and the country’s growing role in international peace and development.

 On 4 May, the State Minister met Vice-President of the European Investment Bank (EIB) Kris Peeters and discussed EIB offers for investing in infrastructure development, climate-friendly technology and renewable energy in the country. Opportunities to harness the EU’s Global Gateway initiative were discussed.

 State Minister also held a comprehensive meeting with Stefano Sannino, Secretary General of the European External Action Service (EEAS). Early launching of the Partnership Cooperation Agreement between both sides was discussed. Sannino welcomed Bangladesh’s unveiling of the Indo-Pacific outlook. Other issues of discussion included climate change, Rohingya crisis, scope for skilled workforce from Bangladesh filing job market needs in Europe and food and energy crisis due to the war in Ukraine.

 Bangladesh Member of Parliament Nahim Razzaque, Bangladesh Ambassador to Belgium, Luxembourg and the EU, Mahbub Hassan Saleh, and officials of the Ministry of Foreign Affairs and the Embassy were present during the meetings.

 On 3 May, Shahriar Alam was the Special Guest of Honour at the Reception hosted by the Embassy of Bangladesh in Brussels to mark the 52nd Anniversary of Independence and National Day at the prestigious Cercle Royal Gaulois in Brussels. State Minister thanked Belgium and the EU for their support to Bangladesh, which enabled the country to anchor its relations with these two partners on trade, rather than aid. Commending the EU’s role in Bangladesh’s socio-economic developmental journey in the last 50 years, Ambassador Mahbub Hassan Saleh, termed it a proud moment in history to be engaging with the EU at a time when Bangladesh is on the threshold of graduating. Deputy Secretary General of the EEAS Enrique Mora and Director General of Bilateral Affairs of the Belgian Foreign Ministry Jeroen Cooreman were present as Guests of Honour. High level officials from Belgian, Luxembourg and the EU institutions, as well as members of the Bangladesh community, media, academia and think tanks joined the gala reception.

 State Minister Shahriar Alam left Brussels today after completing his very engaging four-day visit to Brussels with a packed agenda which included meetings with EU Commissioners, Members of the European Parliament and engagements with the international media.

#

Mohsin/Pasha/Arman/Sanjib/Shamim/2023/1720 hour

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৬৭২

**‍‍‍ কার্যকর পদক্ষেপের কারণেই সারা দেশে নদীভাঙন কমে এসেছে**

 **---এনামুল হক শামীম**

শরীয়তপুর, ২৩ বৈশাখ (৬ মে) :

পানিসম্পদ উপমন্ত্রী এ কে এম এনামুল হক শামীম বলেছেন, সরকারের পদক্ষেপের কারণেই সারা দেশে নদীভাঙন কমে এসেছে। কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়ার কারণেই গত ১৩ বছরে সারা দেশে নদী ভাঙনের পরিমাণ সাড়ে ৯ হাজার হেক্টর থেকে সাড়ে ৩ হাজার হেক্টরে নেমেছে। পদ্মা সেতুর জিরো পয়েন্ট থেকে জাজিরার বিলামপুর পর্যন্ত ১১শ’ ৭৩ কোটি টাকার প্রকল্পও প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। ৮ দশমিক ৬৭ কিলোমিটার এ প্রকল্পটি জুলাই ২০২৩ থেকে কাজ শুরু হয়ে জুন ২০২৬ এ সম্পন্ন হবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

আজ শরীয়তপুরের জাজিরা উপজেলার পদ্মা নদীর ডান তীরের ভাঙন হতে মাঝিরঘাট জিরো পয়েন্ট এলাকা রক্ষা প্রকল্প পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে উপমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

এ সময় উপমন্ত্রীর সঙ্গে ছিলেন পানি উন্নয়ন বোর্ডের অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (পশ্চিমাঞ্চল) রমজান আলী প্রামাণিক, পরিকল্পনা কমিশনের যুগ্ম সচিব শারমিনা নাসরিন, উপসচিব শামসুল ইসলাম, সিনিয়র সহকারী সচিব ইসরাত জাহান, পানি উন্নয়ন বোর্ডের অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (ফরিদপুর অঞ্চল) শাহজাহান সিরাজ, জাজিরা উপজেলা চেয়ারম্যান মোবারক আলী সিকদার, আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি উপ কমিটির সদস্য জহির সিকদার ও শরীয়তপুরের পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী এসএম আহসান হাবীব।

উপমন্ত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে পদ্মা সেতু হয়েছে। আর এ সেতু হওয়ায় শরীয়তপুরের গুরুত্ব অনেক বেড়ে গেছে। ৪ বছর আগেও নড়িয়ায় নদীভাঙন ছিল। হাজার হাজার মানুষ ভিটেমাটি হারা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বদৌলতে এখন আর নড়িয়ায় নদী ভাঙন নেই। ভাঙনকবলিত নড়িয়া এখন পর্যটন কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে।

উপমন্ত্রী আরো বলেন, নড়িয়া থেকে শুরু করে জেলা সদর হয়ে মাদারীপুর জেলার কালকিনি পর্যন্ত কীর্তিনাশা নদীর দুই পাড় রক্ষা প্রকল্প এগিয়ে চলছে। এসব প্রকল্প বাস্তবায়ন হলে নদীভাঙন ও জলাবদ্ধতার অনেকাংশেই কমে আসবে। আর কাজের ব্যাপারে কোনো প্রকার গাফিলতি, অনিয়ম ও দুর্নীতি সহ্য করা হবে না।

এনামুল হক শামীম বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামী প্রজন্ম নিয়ে ভাবেন, সেজন্য তিনি আগামীর বাসযোগ্য বিশ্বমানের বাংলাদেশ গড়তে চান। সেজন্য তিনি ডেল্টাপ্ল্যান-২১০০ বাস্তবায়নেরও ঘোষণা দিয়েছেন। আর এই মহাপরিকল্পনার সিংহভাগ কাজই পানিসম্পদ মন্ত্রণালয় বাস্তবায়ন করবে। এ মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়ন হলে সারা দেশে নদী ভাঙন ও জলাবদ্ধতার কোনো সমস্যাই থাকবে না।

উপমন্ত্রী শামীম বলেন, সারা দেশে স্থায়ী প্রকল্প নেওয়া হচ্ছে, আগামী কয়েক বছরের মধ্যে বাংলাদেশের মানুষ অনেকাংশে জলাবদ্ধতা ও নদী ভাঙন থেকে রক্ষা পাবে। উপকূল অঞ্চলে প্রতিটি বাঁধ প্রশস্ত ও উঁচু করা হচ্ছে, বনায়ন করা হচ্ছে। আর এসব স্থায়ী প্রকল্পে নদী খনন বাধ্যতামূলক করা হচ্ছে এবং তা রক্ষণাবেক্ষণের জন্য জনবলও বাড়ানো হয়েছে।

#

গিয়াস/পাশা/আরমান/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২৩/১৭৩৪ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৬৭১

**কোভিড-১৯ সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন**

ঢাকা, ২৩ বৈশাখ (৬ মে) :

 স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্যানুযায়ী শুক্রবার সকাল ৮টা থেকে আজ শনিবার সকাল ৮টা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ১৫ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। নমুনা পরীক্ষার বিপরীতে রোগী শনাক্তের হার ২ দশমিক ৯৬ শতাংশ। এ সময় ৫শ’ ৭ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে।

গত ২৪ ঘণ্টায় কোভিড-১৯ আক্রান্ত হয়ে কেউ মারা যায়নি। এ পর্যন্ত ২৯ হাজার ৪৪৬ জন করোনায় মৃত্যুবরণ করেছেন। করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ২০ লাখ ৫ হাজার ৮১৭ জন।

                                                      #

সুলতানা/পাশা/আরমান/শামীম/২০২৩/১৬৫০ঘণ্টা

**‍‍**তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৬৭০

**‍‍‍মানসম্পন্ন বই প্রকাশে প্রকাশকদের এগিয়ে আসতে হবে**

 **- সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী**

**ঢাকা,** ২৩ বৈশাখ **(৬** মে**) :**

সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ বলেছেন, বই হচ্ছে জ্ঞানের আধার। আর জ্ঞানমনস্ক ও রুচিশীল পাঠক সৃষ্টিতে মানসম্পন্ন বইয়ের বিকল্প নেই। প্রতি বছর অমর একুশে বইমেলায় হাজার হাজার বই প্রকাশিত হয়। আর এরমধ্যে কয়টি বই মানসম্পন্ন সেটি পর্যালোচনার এখনই সঠিক সময়। আর এক্ষেত্রে মূল দায়িত্ব প্রকাশকদের। প্রকাশকদের ‍‍‍মানসম্পন্ন বই প্রকাশে এগিয়ে আসতে হবে।

প্রতিমন্ত্রী আজ রাজধানীর বাংলা একাডেমির আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ মিলনায়তনে বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতি (বাপুস)-এর রাজধানী শাখার ৪১তম বার্ষিক সাধারণ সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, বাপুস ২৬ হাজারেরও অধিক সদস্যের একটি বড় সংগঠন। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে সংগঠনটি সদস্যদের সার্বিক কল্যাণে কাজ করে যাচ্ছে। প্রকাশকদের সকল যৌক্তিক দাবি পূরণ করা হবে উল্লেখ করে তিনি বলেন, শ্রেষ্ঠ প্রকাশকদের বাংলা একাডেমি পুরস্কার প্রদান, আন্তর্জাতিক বইমেলা আয়োজন, জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ে বইমেলা আয়োজন, বই কেনার বাজেট বৃদ্ধি ইত্যাদি বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হবে।

বাপুস -এর রাজধানী শাখার সভাপতি মাজহারুল ইসলামের সভাপতিত্বে সভায় বক্তৃতা করেন বিশিষ্ট কবি ও প্রধানমন্ত্রীর সাবেক মুখ্য সচিব ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী, বাংলা একাডেমির সচিব এ এইচ এম লোকমান হোসেন এবং বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতির সভাপতি মো. আরিফ হোসেন ছোটন।

#

ফয়সল/জুলফিকার/রবি/সাঈদা/কলি/মাসুম/২০২৩/১৫৪৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৬৬৯

**সংসদ ভবন লেকে মাছ ধরা কার্যক্রম উদ্বোধন**

ঢাকা, ০৬ মে ২০২৩

জাতীয় সংসদের চিফ হুইপ নূর-ই-আলম চৌধুরী আজ সংসদ লেকে সৌখিন মৎস‌্য শিকারীদের জন‌্য বড়শি দিয়ে মাছ ধরা কার্যক্রম উদ্বোধন করেন।

এসময় জাতীয় সংসদের রেলপথ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভাপতি এ বি এম ফজলে করিম চৌধুরী, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভাপতি এ বি তাজুল ইসলাম এবং সংসদ সদস্য খাদিজাতুল আনোয়ার ও আদিবা আনজুম মিতা উপস্থিত ছিলেন।

চিফ হুইপ লেকের ১৯ ও ২০ নং ফিশিং পয়েন্টে মাছধরা কার্যক্রম উদ্বোধন করেন।

#

শোয়াইব/জুলফিকার/রবি/সাঈদা/কলি/মাসুম/২০২৩/১৩২০ ঘণ্টা

**আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ**

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৬৬৮

**বীর মুক্তিযোদ্ধা শহিদ আহ্‌সান উল্লাহ মাস্টারের শাহাদতবার্ষিকীতে** **রাষ্ট্রপতির বাণী**

**ঢাকা,** ২৩ বৈশাখ **(৬** মে**) :**

রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন আগামীকাল ৭ মে বীর মুক্তিযোদ্ধা শহিদ আহ্‌সান উল্লাহ মাস্টারের শাহাদতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“সাবেক সংসদ সদস্য এবং বীর মুক্তিযোদ্ধা শহিদ আহ্‌সান উল্লাহ মাস্টারের ১৯তম শাহাদতবার্ষিকীতে আমি তাঁর স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাই।

শহিদ আহ্‌সান উল্লাহ মাস্টার ছিলেন বঙ্গবন্ধুর আদর্শে অবিচল একজন জননন্দিত শ্রমিক নেতা। তিনি ছিলেন কৃষক-শ্রমিক তথা আপামর মেহনতি মানুষের অতি আপনজন। গণতন্ত্রকামী এই ত্যাগী নেতা শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকার আদায়ে সবসময় ছিলেন সোচ্চার। তিনি মেহনতি মানুষের অধিকার আদায়ে কখনো পিছপা হননি। এজন্য তাঁকে বহুবার নির্যাতনের শিকার হতে হয়েছে। মেহনতি মানুষের ন্যায্য অধিকার আদায়সহ দেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনে তাঁর অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

শহিদ আহ্‌সান উল্লাহ মাস্টার ছিলেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের একজন ত্যাগী ও নিবেদিত নেতা। জাতীয় বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে তিনি দলীয় নেতাকর্মীদের আগলে রেখেছেন, দিয়েছেন সাহস ও মনোবল। মেহনতি মানুষের অধিকার আদায়সহ গণতন্ত্রের বিকাশে শহিদ আহ্‌সান উল্লাহ মাস্টারের মতো ত্যাগী, সংগ্রামী ও জনদরদি নেতৃত্ব নতুন প্রজন্মকে আলোর পথ দেখাবে।

আমি জননেতা শহিদ আহ্‌সান উল্লাহ মাস্টারের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি।

জয় বাংলা।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

হাসান/জুলফিকার/রবি/সাঈদা/কলি/মাসুম/২০২৩/১১৩০ ঘণ্টা

**আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ**

তথ্যবিবরণী                                                                                                নম্বর : ১৬৬৭

**বীর মুক্তিযোদ্ধা শহিদ আহ্‌সান উল্লাহ মাস্টারের শাহাদতবার্ষিকীতে** **প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

ঢাকা, ২৩ বৈশাখ (৬ মে) :

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামীকাল ৭ মে **বীর মুক্তিযোদ্ধা শহিদ আহ্‌সান উল্লাহ মাস্টারের শাহাদতবার্ষিকী**উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“স্বাধীনতা পদকপ্রাপ্ত জনপ্রিয় শ্রমিক নেতা, বীর মুক্তিযোদ্ধা আহ্‌সান উল্লাহ মাস্টার-এর ১৯তম মৃত্যুবার্ষিকীতে তাঁর স্মৃতির প্রতি আমি গভীর শ্রদ্ধা জানাই।

শহিদ আহ্সান উল্লাহ মাস্টার (গাজীপুর-২, গাজীপুর সদর-টঙ্গী) আসন হতে ১৯৯৬ ও ২০০১ সালে দু’বার সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। তিনি ১৯৯০ সালে গাজীপুর সদর উপজেলা চেয়ারম্যান এবং ১৯৮৩ ও ১৯৮৭ সালে দু’দফা পূবাইল ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছিলেন। এই জননেতা ছিলেন আওয়ামী লীগের জাতীয় কমিটির সদস্য। তিনি জাতীয় শ্রমিক লীগের কার্যকরী সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ (বিলস)-এর চেয়ারম্যান এবং আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। আজীবন মানবসেবায় নিয়োজিত এই ভাওয়াল বীর তাঁর বর্ণাঢ্য কর্মজীবনে শিক্ষক হিসেবেই পরিচয় দিতে ভালোবাসতেন, তিনি আমৃত্যু তাঁর নিজের প্রতিষ্ঠিত নোয়গাঁও এমএ মজিদ মিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। তিনি শিক্ষক সমিতিসহ বিভিন্ন পেশাজীবী ও সমাজসেবামূলক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। ১৯৯২ সালে উপজেলা পরিষদ বিলোপের পর উপজেলা চেয়ারম্যান সমিতির আহবায়ক হিসেবে উপজেলা পরিষদের পক্ষে মামলা করেন ও দেশব্যাপী আন্দোলন গড়ে তোলেন। এক পর্যায়ে তিনি গ্রেফতার হন এবং কারাবরণ করেন।

শ্রমজীবী খেটে খাওয়া মানুষের সংগ্রামী জননেতা আহ্‌সান উল্লাহ মাস্টারের স্বপ্ন ছিল মাদক-সন্ত্রাস মুক্ত টঙ্গী- গাজীপুর গড়ার। কালে কালে তিনি হয়ে উঠেন জঙ্গি-সন্ত্রাসের মদদদাতা বিএনপি-জামাত জোট সরকারের পথের কাঁটা। হাওয়া ভবনের প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতে আওয়ামী লীগের জনপ্রিয় নেতাদের নিশ্চিহ্ন করার নীল-নকশা বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে বিএনপি-জামাত মদদপুষ্ট একদল সন্ত্রাসী ২০০৪ সালের ৭ মে নোয়াগাঁও এম এ মজিদ মিয়া উচ্চ বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে আহ্‌সান উল্লাহ মাস্টারকে প্রকাশ্য দিবালোকে গুলি করে হত্যা করে। একজন প্রিয় শিক্ষককে সন্ত্রাসীদের গুলি থেকে বাঁচাতে বুক পেতে দিয়েছিলো ছাত্র ওমর ফরুক রতন, সেও মৃত্যুবরণ করে। শুধু তাই নয়, আহ্‌সান উল্লাহ মাস্টার নিহত হওয়ার পর শোকার্ত, বিক্ষুব্ধ, প্রতিবাদী জনতার ওপর গুলি চালিয়ে আরো দু’জন নিরীহ মানুষকে হত্যা করে জোট সরকারের পুলিশ, গ্রেফতার করে আওয়ামী লীগ, যুবলীগ, ছাত্রলীগের হাজারো নেতা-কর্মীকে। বিএনপি-জামাত জোট সরকারের বাহিনী এই হত্যাকাণ্ডের প্রধান সাক্ষীকেও বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে হত্যা করে। এই নির্মম হত্যাকাণ্ডের বিচার কার্যক্রম এখনও চলছে। আশা করি, বিচারকার্য চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয়ে বিচারের রায় দ্রুত কার্যকর হবে।

 আমি **শহিদ আহ্‌সান উল্লাহ মাস্টারের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি।**

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

 বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

শাহানা/জুলফিকা/রবি/সাঈদা/কলি/মাসুম/২০২৩/১১৩০ ঘণ্টা

আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ

**আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ**

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৬৬৬

**ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন এর প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

**ঢাকা,** ২৩ বৈশাখ **(৬** মে**) :**

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামীকাল ৭ মে ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ -এর প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

 “ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি)-এর ৭৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ও ‘ইঞ্জিনিয়ার্স ডে’ উপলক্ষ্যে আমি দেশের সকল প্রকৌশলীকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবিসংবাদিত নেতৃত্বে আমরা অর্জন করেছি মহান স্বাধীনতা। স্বাধীনতার পর যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশে ফিরে এসে জাতির পিতা দেশ পুনর্গঠনের কাজ শুরু করেন, আর এ কাজে তাঁর প্রধান সহযোগী ছিলেন প্রকৌশলীগণ।

প্রযুক্তি ও প্রকৌশলগত উন্নয়নই একটি জাতির উন্নয়নের মূল বিষয়। দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন তৎপরতায় প্রকৌশলীগণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে দেশকে সামনের দিকে এগিয়ে নিচ্ছেন।

আওয়ামী লীগ সরকার ২০০৯ সাল থেকে ধারাবাহিকভাবে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব পেয়ে দেশে পদ্মা সেতু, মেট্রোরেল, এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে, বঙ্গবন্ধু টানেল, এলএনজি টার্মিনাল, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্প, ১০০টি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলসহ সড়ক, রেল, নৌ ও যোগাযোগ অবকাঠামোগত উন্নয়নে ব্যাপক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। এসব উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে প্রকৌশলীগণই মুখ্য ভূমিকা পালন করছেন। আমাদের সরকার সবসময়ই প্রকৌশলীদের পাশে রয়েছে। ১৯৯৬-২০০১ মেয়াদে আমরা আইইবি ভবন নির্মাণের জন্য রমনায় ১০ বিঘা জমি রেজিস্ট্রেশন করে দিয়েছি। এছাড়া ভবনের কাজ শুরু করার জন্য পাঁচ কোটি টাকা, দাউদকান্দিতে ইঞ্জিনিয়ারিং স্টাফ কলেজ নির্মাণের জন্য ৭২ বিঘা জমি, স্টাফ কলেজের ২য় পর্যায়ের নির্মাণ কাজ শুরু করার জন্য ৪৬ কোটি টাকা, খুলনা কেন্দ্রের জন্য কেডিএ-এর জায়গা বরাদ্দ, পূর্বাচলে আইইবি’র জন্য ২ বিঘা জমি, রাঙ্গাদিয়া, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, দিনাজপুর কেন্দ্র এবং ফেনী ও কক্সবাজার উপকেন্দ্রের জন্য জমি প্রদান করেছি। আইইবি ভবনের জন্য সর্বমোট ৪৬ কোটি টাকা বরাদ্দ দিয়েছি।

পরিবেশ উন্নয়ন, ডেল্টাপ্ল্যান বাস্তবায়ন, চতুর্থ শিল্পবিপ্লব, জলবায়ু পরিবর্তন ও তার বিরূপ প্রভাব মোকাবিলায় উপযোগী অবকাঠামো নির্মাণে এবং খাদ্য ও জ্বালানি নিরাপত্তা অর্জনে প্রকৌশলীদের আরো কার্যকর ভূমিকা পালন করতে হবে। ২০৪১ সালের মধ্যে জাতির পিতার স্বপ্নের উন্নত ও সমৃদ্ধ সোনার বাংলাদেশ গড়ে তুলতে প্রকৌশলীগণ মুখ্য ভূমিকা রাখবেন বলে আমি প্রত্যাশা করি।

আমি ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি)-এর ৭৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

 জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

 বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

শাহানা/জুলফিকার/রবি/সাঈদা/কলি/মাসুম/২০২৩/১১৩০ ঘণ্টা